জানুয়ারি ২০০৮ | ক্রো | ড় | প | ত্র |

চাষের কথা

কৃষক ও কৃষিকর্মীদের তথ্য বিনিময় মঞ্চ

ভাল ধানবীজ বোঝার উপায়

ধান বীজের মান বোঝার ওপরই ভালো ফলন নির্ভর করে। এই মান বুঝতে গিয়ে বুঝতে হয় বীজের নানাকিছু। যেমন, বীজের শুষ্কতা, বীজের পুষ্টতা, অঙ্কুরোদ্গামের ক্ষমতা ইত্যাদি।

বীজের শুষ্কতা

ধান সহ সব বীজের ক্ষেত্রেই বীজ শুকনো হয়ে এলে তবেই তা মজুতের উপযুক্ত হয়। আর্দ্রতা বেশি থাকলে, মজুত বীজে ছত্রাক ও পোকা লাগতে পারে, আর্দ্রতা আরও বেড়ে যেতে পারে, এমনকি মজুত অবস্থাতেই অঙ্কুরোদ্গাম হয়ে যেতে পারে। যে বীজগুলো না শুকিয়ে মজুত করা হয় সেগুলো আদপে নষ্ট হয়।

সদ্য মাঠ থেকে তোলা বীজকে ৩ থেকে ৫ দিন রোদে রেখে শোকালে, বীজের আর্দ্রতা কমিয়ে প্রায় ঠিক জায়গায় আনা সম্ভব হবে (আর্দ্রতা হবে ১৩%বা তার কম)। যদি বীজকে কিছুদিনের জন্য মজুত করে ফেলা হয় বা বীজ অন্য জায়গা থেকে পাওয়া যায়, তবে কামড় বসিয়েও বীজের শুষ্কতা বুঝে নেওয়া যায়। কামড়ে যদি ভাঙে তবে বোঝা যাবে যে, আর্দ্রতা আছে। এই আর্দ্রতা ১৩% বা তার কম হওয়া দরকার। বোনা বা মজুতের জন্য এই আর্দ্রতা আদর্শ। যদি বীজের গায়ে কোনো রাসায়নিক মাখানো থাকে, তবে কিন্তু কামড়ে পরখের কাজ হবে না।

কামড়ে দেখার পর যদি ঠিক শুকিয়েছে মনে না হয়, তবে আরও ১-২ দিন বীজকে রোদে রেখে দিন।

পুষ্ট বীজ ও বীজের স্বাস্থ্য

আগাছা বা অন্য ফসলের বীজ, লতাপাতার টুকরো বা বাড়তি যা কিছু, সব বীজ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এইসব জিনিস ফসলে পোকা, বীজবাহিত রোগ ইত্যাদির কারণ। জমিতে বা মজুত করা বীজের যা ক্ষতির কারণ হবে। আগাছা বীজ থাকলে তা জমিতে পড়ে গাছ বেরিয়ে, জমির আগাছাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। অন্য প্রজাতির বীজ মিশে থাকলে তা, এই বীজের কাজকেও কম বেশি পাল্টে দিতে পারে।

- বাছাই করে রোগাক্রান্ত বীজ (গায়ে ছত্রাক থাকা বা রং ফিকে হয়ে যাওয়া যার লক্ষণ) ও পোকা ধরা বীজ (ফুটো, বীজের গায়ে ডিম, ডিমের পিণ্ড, লার্ভা ও আধ খাওয়া বীজ যার লক্ষণ) আলাদা করুন।

- যদি বীজের অনেকটাই এরকম হয়, তবে মজুত বা বোনার আগে ভালো করে এই বাছার কাজ করতে হবে। বাতাস দিয়ে বা জলে ডুবিয়ে এই বীজ পরিষ্কার করার কাজ হতে পারে। জলে ডোবালে দেখা যাবে খারাপ বীজ, আগাছার বীজ বা বাড়তি যা জিনিস সবই ওপরে ভাসবে, আর যেগুলো ভালো বীজ সেগুলো ঘনত্বের জন্য ডুবে যাবে।

- অন্য প্রজাতির বীজ অনেক থাকলে তা হাতে হাতে বেছে আলাদা করুন।

যে বীজ অনেকটাই রোগাক্রান্ত বা পোকা ধরা, সেই বীজ কোনোভাবেই মজুত করা বা জমিতে বোনা যাবে না। তবে যদি এই ধানের বীজের পরিমাণ সামান্য হয়, তবে সম্ভব হলে, এই খারাপ বীজগুলোকে সরিয়ে রেখে, বাকি বীজকে গরম জলে (৫২-৫৬° সেলসিয়াস) ৫ মিনিট (যদি বীজ ভিজে থাকে) বা ১০ মিনিট (যদি বীজ শুকনো থাকে) ডুবিয়ে রাখুন।

- যে রোগগুলো সহজে বোঝা যায় না এরকম রোগও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনো কৃষি সহায়কের (সরকারি বা বেসরকারি) সাহায্য নিন।

তবে পুষ্ট গাছ বা ভালো জমির বীজ নিলে, এই ধানের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়।

অঙ্কুরোদ্গম ও চারার স্বাস্থ্য

অঙ্কুরোদ্গম থেকে বীজটি আর মজুত করা যাবে কিনা বা এক্ষুনি চারা বুনতে হবে, না বীজটি বাতিল হবে, সেসব বোঝা যাবে। পাশাপাশি এর থেকে বোনার জন্য বীজ কতটা দরকার সেটাও বোঝা যাবে। যেসব বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ধরনধারন ভালো না, সেগুলোকে বেশিদিন রাখা যাবে না এবং এইসব বীজ জন্ম দেয় কমজোরি গাছের।

IIRR টেকনোলজি ইনফরমেশন কিট থেকে ভাষান্তরিত

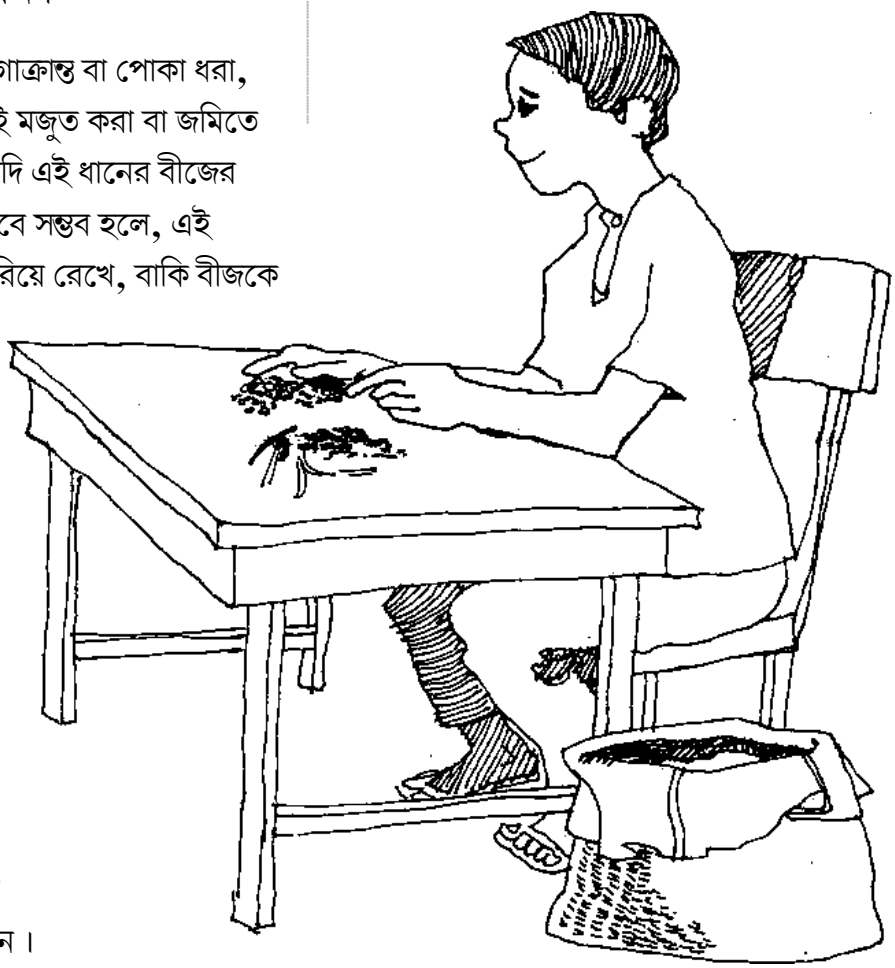

সহজে আগাছা নিড়ানো

জমির আগাছা নিড়ানোর কিছু সহজ সরঞ্জাম আছে। এইসব নিড়ানোর কাজ মহিলারা অনেকটাই করে থাকেন। নিড়ানোর কাজ অনায়াসে করতে এই সরঞ্জামগুলো খুব কাজ দেয়।

১ নং যন্ত্র

এই যন্ত্রটা দোআঁশ বা বেলে মাটিতে সারি করে বোনা শস্যের জন্য বেশ লাগসই। যন্ত্রটা চালাতে একজনই যথেষ্ট। এই যন্ত্রে একটা ড্রামের মতো জিনিস থাকে। যন্ত্রটা জমির সামনের দিকে গড়িয়ে দিলে, ড্রামটা গড়িয়ে যাবে আর ড্রামের ভেতরে লাগানো বাঁকানো ব্লেডগুলো আগাছা কাটতে শুরু করবে। ড্রামটির ব্যাস ১৫ সেন্টিমিটারের মতো হবে।

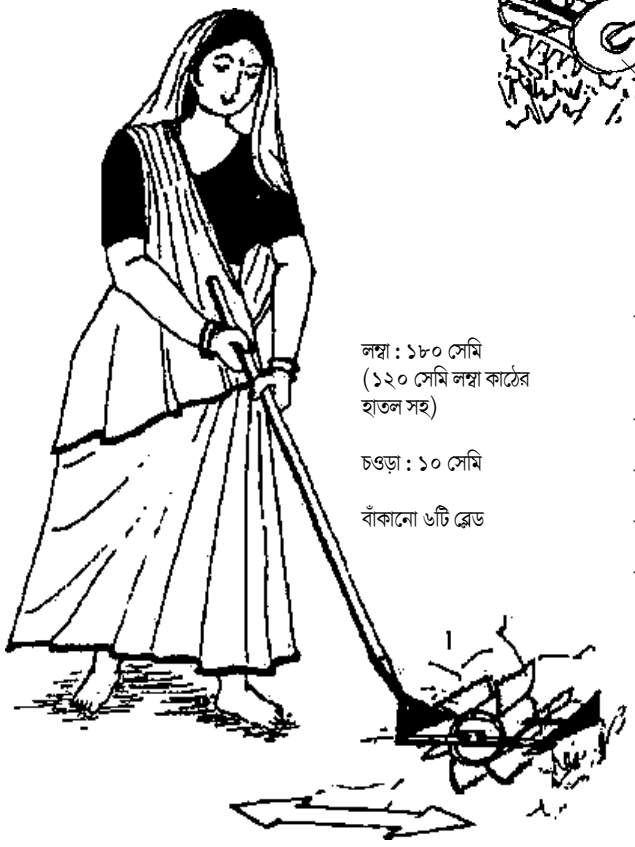

২ নং যন্ত্র

অল্পস্বল্প আগাছা নিড়ানোর জন্য এই যন্ত্রটা বেশ ভালো। এটাও চালাতে একজনই লাগবে। ধানের সারির মাঝখানগুলোয় আগাছা নিড়োতে, এই যন্ত্রকে আগে পিছে করে আগাছা কাটতে হয়। এর ঘুর্ণায়মান ব্লেডটি চাকার মতো ঘুরে ঘুরে আগাছা কাটে। স্থানীয় উপকরণ ও সামান্য কারিগরি দিয়ে এই যন্ত্র সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায়।

৩ নং যন্ত্র

শুখা এলাকায় বেশি ভালো। এই যন্ত্রে একটা লম্বা হাতলের একধারে দুদিক ধার দাঁতের মতো অংশ লাগানো থাকে। এটা দিয়ে মাটির উপরিতলের ঠিক নীচে থাকা আগাছার শিকড়গুলি, উপড়ে ফেলা যায়।

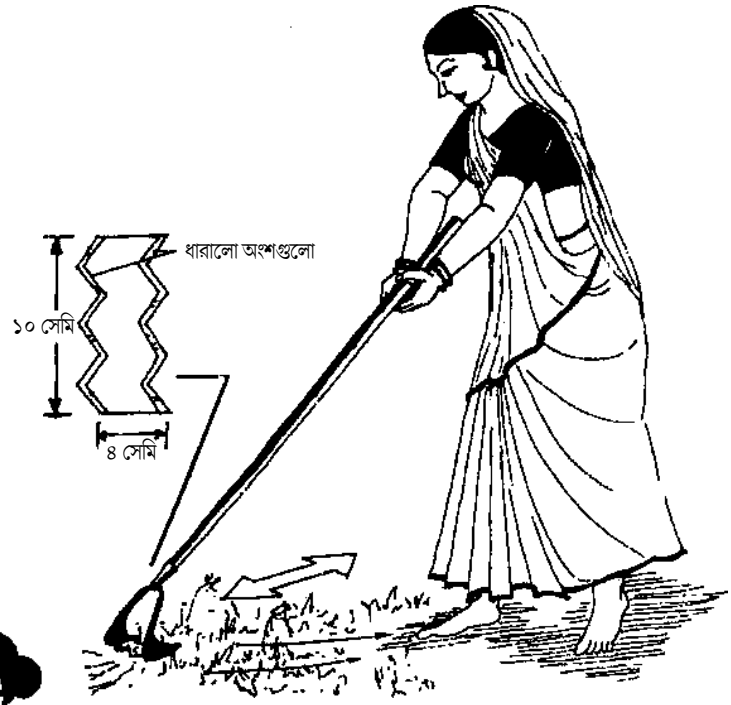

৪ নং যন্ত্র

অল্পস্বল্প আগাছার ক্ষেত্রে এই যন্ত্রটা ভালো। একটা লম্বা বাঁশ কাঠের হাতলের একধারে একটা ভি (V) আকারের ব্লেড লাগানো হয়। মাটিতে গভীর করে দাগ কেটে মাটির উপরিতলের ঠিক নীচে থাকা আগাছাকে সাফ করে।

IIRR এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড ফর উইমেন ইনএগ্রিকালচার গাইডবুক থেকে ভাষান্তরিত

Book Post
Printed Matter

রূপ : অভিজিত দাস
হরফ : শিপ্রা দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত কুন্ডু কর্তৃক ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।